ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯

(১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন)

[১৩ এপ্রিল, ১৯৯৯]

ডিপজিটরি নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু সিকিউরিটির সংরক্ষণ ও হস্তান্তর কার্যকর ও লিপিবদ্ধ করণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত ডিপজিটরি নিয়ন্ত্রণকল্পে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সূচী

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রর্বতন

২। সংজ্ঞা

৩। আইনের প্রাধান্য

৪। নিবন্ধন

৫। ডিপজিটরি পদ্ধতি প্রর্বতন

৬। সিকিউরিটি অজড়, ইত্যাদি অবস্থায় রক্ষণ

৭। কোম্পানী আইন এর ধারা ১৫৮ এর প্রয়োগ

৮। বুক এন্ট্রি পদ্ধতিতে সিকিউরিটি হস্তান্তরের কার্যকরতা

৯। ডিপজিটরি রেজিস্টারে রক্ষিতব্য সিকিউরিটি

১০। সিকিউরিটির হস্তান্তর

১১। ডিপজিটরি, অংশগ্রহণকারী, ইস্যুয়ার ও হিসাব ধারকের দায়িত্ব, ইত্যাদি

১২। নিরাপত্তা

১৩। তদন্ত

১৪। কতিপয় আদেশ বা নির্দেশ প্রদানে কমিশনের ক্ষমতা

১৫। শাস্তি

১৬। অপরাধ বিচার্যথ গ্রহণ

১৭। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

১৮। উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

১৯। কতিপয় ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা

২০। অবলুপ্তি সংক্রান্ত বিধান

২১। ডিপজিটরিতে অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় দৃশ্যতঃ (prima facie) প্রমাণ

২২। ব্যবস্থাপনা অধিগ্রহণ

২৩। জটিলতা নিরসন

২৪। ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ

Copyright®2008, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯

(১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন)

[১৩ এপ্রিল, ১৯৯৯]

ডিপজিটরি নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু সিকিউরিটির সংরক্ষণ ও হস্তান্তর কার্যকর ও লিপিবদ্ধ করণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত ডিপজিটরি নিয়ন্ত্রণকল্পে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবত্ হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) ''অংশগ্রহণকারী'' অর্থ প্রবিধান অনুযায়ী ডিপজিটরিতে অংশগ্রহণ করার অধিকারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(খ) ''ইস্যুয়ার'' অর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969) এর section 2 (g) তে সংজ্ঞায়িত æissuer'';

(গ) ''উপ-আইন'' অর্থ এই আইনের অধীন ডিপজিটরি কর্তৃক প্রণীত উপ-আইন;

(ঘ) ''কমিশন'' অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২(১) (ক) এ সংজ্ঞায়িত ''কমিশন'';

(ঙ) ''কোম্পানী আইন'' অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন);

(চ) ''কোম্পানী রেজিস্টার'' অর্থ কোম্পানী আইনের ধারা ৩৪-এ উল্লিখিত সদস্য-বহি;

(ছ) ''ডিপজিটরি'' অর্থ বুক এন্ট্রির মাধ্যমে সিকিউরিটির সংরক্ষণ ও হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে গঠিত ও কোম্পানী আইন এর অধীন নিবন্ধিত কোন কোম্পানী;

(জ) ‘‘ডিপজিটরি রেজিস্টার’’ অর্থ কোম্পানী রেজিস্টারের ডিপজিটরি অংশে ডিপজিটরির নামে লিপিবদ্ধ সিকিউরিটি সম্পর্কে ডিপজিটরি কর্তৃক সংরক্ষিত বৈধ মালিকানা রেজিস্টার;

(ঝ) ‘‘প্রত্যক্ষ হিসাব ধারক’’ অর্থ ডিপজিটরিতে হিসাব খোলেন এবং সংরক্ষণ করেন কিন্তু অংশগ্রহণকারী নহেন এমন ব্যক্তি;

(ঞ) ‘‘প্রবিধান’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ট) ‘‘বুক এন্ট্রি’’ অর্থ ডিপজিটরি রেজিস্টারে প্রবিধান অনুযায়ী সিকিউরিটি লিপিবদ্ধ করা;

(ঠ) ‘‘ব্যক্তি’’ অর্থে কোন কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাও অর্ন্তভুক্ত হইবে;

(ড) ‘‘যোগ্য সিকিউরিটি’’ অর্থ উপ-আইনের অধীন ডিপজিটরি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য কোন সিকিউরিটি;

(ঢ) ‘‘সিকিউরিটি’’ অর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969) এর section 2(l) এ সংজ্ঞায়িত æsecurities’’;

(ণ) ‘‘হিসাব’’ অর্থ ডিপজিটরি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ সিকিউরিটির বৈধ মালিকানা সংক্রান্ত হিসাব;

(ত) ‘‘হিসাব ধারক’’ অর্থ স্বয়ং বা কোন অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে ডিপজিটরির সহিত হিসাব খোলেন এবং সংরক্ষণ করেন এমন ব্যক্তি।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে এবং সিকিউরিটি ধারণ ও হস্তান্তর সম্পর্কিত বিষয়ে অন্য সকল আইনের অতিরিক্ত হইবে।

নিবন্ধন

৪। (১) কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত না হইলে কোন ডিপজিটরি এই আইনের অধীন কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধীকরণের আবেদন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফরম, পদ্ধতি, ফি প্রদান এবং অন্যান্য শর্ত যদি থাকে, পূরণ করিয়া দাখিল করিতে হইবে এবং কমিশন আবেদনকারীর নিকট হইতে আবেদনটি বিবেচনার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন তথ্য চাহিতে পারিবে যাহা আবেদনকারী সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) কমিশন, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া, কোন নিবন্ধীকরণের আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া এই উপ-ধারার অধীন কোন আবেদন নামঞ্জুর করা যাইবে না।

ডিপজিটরি পদ্ধতি প্রর্বতন

৫। (১) প্রত্যেক ডিপজিটরি উহার স্ব স্ব ডিপজিটরি পদ্ধতি প্রর্বতন ও পরিচালনা করিবে যাহাতে বা, ক্ষেত্রমত, যদ্বারা-

(ক) অংশগ্রহণকারী এবং প্রত্যক্ষ হিসাব ধারক র্কতৃক হিসাব খোলা, সংরক্ষণ এবং কোম্পানী রেজিস্টারের ডিপজিটরি অংশে জমাকৃত সিকিউরিটির মালিকানা লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে;

(খ) সিকিউরিটির মালিকানা এক হিসাব হইতে অন্য হিসাবে স্থানান্তর করা যাইতে পারে;

(গ) হিসাবে রক্ষিত সিকিউরিটি বন্ধক দেওয়ার এবং ধার দেওয়া ও নেওয়ার সুবিধা প্রদান করা যাইতে পারে;

(ঘ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা যাইতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত যাবতীয় ব্যবস্থা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্ত এবং পদ্ধতি অনুসারে গ্রহণ করা হইবে।

সিকিউরিটি অজড়, ইত্যাদি অবস্থায় রক্ষণ

৬। কোম্পানী রেজিস্টারের ডিপজিটরি অংশ জমাকৃত সকল সিকিউরিটি অজড় (dematerialised)) অবস্থায় এবং ফানজিবল ফরম (fungible) এ রাখিতে হইবে।

কোম্পানী আইন এর ধারা ১৫৮ এর প্রয়োগ

৭। ডিপজিটরিতে রক্ষিত সিকিউরিটির ক্ষেত্রে কোম্পানী আইন এর ধারা ১৫৮ প্রযোজ্য হইবে না।

বুক এন্ট্রি পদ্ধতিতে সিকিউরিটি হস্তান্তরের কার্যকরতা

৮। বুক এন্ট্রি পদ্ধতিতে কোন সিকিউরিটি হস্তান্তর করা হইলে উক্ত হস্তান্তর ডিপজিটরি রেজিস্টারে প্রবিধান অনুযায়ী এন্ট্রি করা সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

ডিপজিটরি রেজিস্টারে রক্ষিতব্য সিকিউরিটি

৯। (১) উপ-আইনে নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত সিকিউরিটি ডিপজিটরি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকিবে, যথা:-

(ক) গ্রাহকের বরাবরে বরাদ্দকৃত যোগ্য সিকিউরিটি;

(খ) হিসাব ধারকের বরাবরে বরাদ্দকৃত অতিরিক্ত সকল সিকিউরিটি।

(২) ইস্যুয়ার তৎর্কতৃক বরাদ্দকৃত সিকিউরিটি সম্পর্কে ডিপজিটরির নাম কোম্পানী রেজিস্টারের ডিপজিটরি অংশে লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সিকিউরিটি সম্পর্কিত তথ্যাবলী ডিপজিটরিকে, প্রবিধান দ্বারা র্নিধারিত পদ্ধতিতে, অবহিত করিবে এবং ডিপজিটরি উক্তরূপে অবহিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ গ্রহীতার নাম ডিপজিটরি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

সিকিউরিটির হস্তান্তর

১০। (১) উপ-আইনের বিধান সাপেক্ষে, প্রত্যেক যোগ্য সিকিউরিটির হস্তান্তর ডিপজিটরির হিসাবে হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি কোম্পানী রেজিস্টারের সার্টিফিকেটেড অংশ হইতে ডিপজিটরি অংশে কোন সিকিউরিটি হস্তান্তর করিতে চাহিলে, তিনি সিকিউরিটি সংক্রান্ত সার্টিফিকেটটি প্রবিধান দ্বারা র্নিধারিত পন্থায় ইস্যুয়ারের নিকট সমর্পণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর ইস্যুয়ার উহা বাতিল করিবে ও কোম্পানী রেজিস্টারের ডিপজিটরি অংশে উক্ত সিকিউরিটি সম্পর্কিত ডিপজিটরির নাম প্রতিস্থাপন করিবে এবং প্রবিধান দ্বারা র্নিধারিত পন্থায় প্রতিস্থাপনের বিষয়টি ডিপজিটরিকে অবহিত করিবে।

(৪) ডিপজিটরি উপ-ধারা (৩) এর অধীন অবহিত হওয়ার পর ডিপজিটরি রেজিস্টারে সংশ্লিষ্ট হিসাব ধারক র্কতৃক রক্ষিত হিসাবে সিকিউরিটি জমা করিবে।

ডিপজিটরি, অংশগ্রহণকারী, ইস্যুয়ার ও হিসাব ধারকের দায়িত্ব, ইত্যাদি

১১। (১) কোন অংশগ্রহণকারী বা প্রত্যক্ষ হিসাব ধারকের নিকট হইতে র্নিদেশ প্রাপ্তির পর ডিপজিটরি প্রবিধান অনুযায়ী ডিপজিটরি রেজিস্টারে হালনাগাদ করণের মাধ্যমে কোন মালিকানা হস্তান্তর কার্যকর করিবার অধিকারী হইবে।

(২) ডিপজিটরি কোন ইস্যুয়ারের সদস্য হইবে না।

(৩) ডিপজিটরি, প্রবিধান দ্বারা র্নিধারিত পন্থায়, ডিপজিটরি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ বৈধ মালিকানাধারী ব্যক্তি সম্পর্কে ইস্যুয়ারকে তথ্য সরবরাহ করিবে এবং উক্ত ব্যক্তি ইস্যুয়ারের সদস্য হইবেন।

(৪) ইস্যুয়ার কোন কোম্পানীর সদস্য সম্পর্কে উপ-ধারা (৩) এর অধীন ডিপজিটরি র্কতৃক সরবরাহকৃত তথ্যের উপর র্নিভর করিবে।

(৫) কোম্পানী আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইস্যুয়ার উহার কোম্পানী রেজিস্টারে ডিপজিটরিতে রক্ষিত সিকিউরিটিজসমূহের একটি পৃথক অংশ খুলিবে ও উহা সংরক্ষণ করিবে।

(৬) প্রবিধান দ্বারা র্নিধারিতভাবে ব্যতীত কোন ডিপজিটরি বা উহার কোন পরিচালক, র্কমর্কতা বা র্কমচারী অথবা অন্য কোন ব্যক্তি কোন হিসাব ধারক সম্পর্কিত কোন দলিল বা তথ্য বিষয়ে কোনভাবে জ্ঞাত হইলে তিনি উক্ত তথ্য বা দলিল অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ, ফাঁস বা অন্যভাবে ব্যক্ত করিবেন না।

(৭) কোন অংশগ্রহণকারী তাহার মক্কেল র্কতৃক প্রদত্ত লিখিত ক্ষমতাবলে উক্ত মক্কেলের নামে ডিপজিটরিতে পৃথক হিসাব না খুলিয়া একটি মিলিত হিসাবে সিকিউরিটি লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে।

(৮) কোম্পানীর সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন সুবিধাভোগী মালিক কোন হিসাব ধারকের পক্ষে প্রক্সি হিসাবে কাজ করিবার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

(৯) কোন অংশগ্রহণকারী, মক্কেল কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত নির্দেশ বা ক্ষমতা ব্যতিরেকে, মক্কেল কর্তৃক সুবিধাভোগী বা নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে মালিকানাপ্রাপ্ত কোন সিকিউরিটির লেনদেন করিবে না অথবা লেনদেন করার জন্য কাহাকেও ক্ষমতা বা অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে না।

(১০) ডিপজিটরি, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় ও নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে, ডিপজিটরি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ শেয়ার লেনদেনের তথ্য অংশ গ্রহণকারীকে সরবরাহ করিবে।

(১১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ডিপজিটরি কর্তৃক শেয়ার লেনদেনে প্রদত্ত কোন সেবার জন্য গ্রাহক কর্তৃক প্রদেয় ফি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইতে হইবে।

নিরাপত্তা

১২। (১) কোন ডিপজিটরি বা উহার কোন কর্মচারী বা প্রতিনিধি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে এবং কোনরূপ অবহেলা ব্যতিরেকে কার্য সম্পাদন করা হইলে, উহা বা উক্ত কর্মচারী বা প্রতিনিধি হিসাব ধারকের কোন লোকসান বা ক্ষতির জন্য দায়ী হইবেন না।

(২) কোন ডিপজিটরি বা উহার কোন কর্মচারী বা প্রতিনিধির অবহেলা বা অন্যায় কাজ বা ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে কোন হিসাব ধারক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উক্ত ডিপজিটরি এবং উহার সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বা প্রতিনিধি যুগ্মভাবে এবং পৃথকভাবে হিসাব ধারকের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

তদন্ত

১৩। (১) কমিশন, স্বতই অথবা কোন অভিযোগ প্রাপ্তির ভিত্তিতে, যে কোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে তদন্ত করাইতে পারিবে, যথা:-

(ক) কোন ডিপজিটরির বিষয়;

(খ) কোন ইস্যুয়ার, হিসাব ধারক, সুবিধাভোগী মালিক বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তির বিষয়;

(গ) ডিপজিটরিতে রক্ষিত কোন সিকিউরিটির ব্যবসা বা লেনদেনের বিষয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন তদন্ত শুরু হইলে, ডিপজিটরি, ইস্যুয়ার, হিসাব ধারক, সুবিধাভোগী মালিক বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি তদন্তকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী সকল তথ্য সরবরাহ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্তকারী কোন ব্যক্তি উক্ত তদন্তের প্রয়োজনে ডিপজিটরি, ইস্যুয়ার অথবা তদন্তাধীন ব্যক্তির মালিকানাধীন বা দখলকৃত কোন অংগনে প্রবেশ করিতে পারিবে।

কতিপয় আদেশ বা নির্দেশ প্রদানে কমিশনের ক্ষমতা

১৪। (১) যদি কমিশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, বিনিয়োগকারী বা সিকিউরিটি বাজারের সুষ্ঠু উন্নয়নের স্বার্থে অথবা বিনিয়োগকারী বা সিকিউরিটি বাজারের স্বার্থের পরিপন্থীভাবে কোন ডিপজিটরির কাজকর্ম পরিচালনা রোধকল্পে ইহা প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে কমিশন বিনিয়োগকারী বা সিকিউরিটি মার্কেট এর স্বার্থে ডিপজিটরি, ইস্যুয়ার বা উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ পালনে অস্বীকার করিলে বা ব্যর্থ হইলে কমিশন উক্ত ব্যক্তিকে, শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া, অনধিক দশ লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদান করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ অব্যাহতভাবে সংঘটনের ক্ষেত্রে, উক্ত আদেশ প্রদানের পর প্রত্যেক দিনের অস্বীকার বা ব্যর্থতার জন্য অনধিক দশ হাজার টাকা অতিরিক্ত জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদেয় জরিমানার অর্থ সরকারী দাবী (Public demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

শাস্তি

১৫। (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান লংঘন করিলে বা করার চেষ্টা করিলে বা করিতে সাহায্য করিলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধে দোষী কোন ব্যক্তি কোম্পানী অথবা অন্য কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইলে, উহার প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার অথবা উহার কার্য পরিচালনার জন্য দায়িত্বশীল অন্য কোন কর্মকর্তা উক্ত অপরাধে দোষী বলিয়া বিবেচিত হইবেন যদি না তিনি প্রমাণ করেন যে অপরাধটি তাহার অগোচরে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উহা রোধ করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

১৬। কমিশনের লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ কোন আদালত বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না এবং সেসন আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালত উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পারিবে না।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

১৭। (১) কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করার পূর্বে প্রস্তাবিত প্রবিধানের উপর সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহ্বান করিয়া দেশের বহুল প্রচারিত অন্যূন একটি বাংলা এবং একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় উহা প্রকাশ করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি দাখিল করার জন্য অন্যূন দুই সপ্তাহ সময় দিতে হইবে।

(২) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন সংশ্লিষ্টদের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহ্বান করা জনস্বার্থে যথাযথ হইবে না বলিয়া বিবেচিত হইলে, কমিশন, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সংশ্লিষ্ট প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

১৮। কোন ডিপজিটরি, কমিশনের পূর্ব্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং প্রবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরূপ উপ-আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

কতিপয় ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা

১৯। কমিশন, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের কোন বিশেষ বিধান কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত মেয়াদকালের জন্য প্রযোজ্য হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে।

অবলুপ্তি সংক্রান্ত বিধান

২০। কমিশনের পূর্ব্বানুমোদন এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতা পালন ব্যতিরেকে কোন ডিপজিটরির অবলুপ্তি কার্যকর হইবে না।

ডিপজিটরিতে অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় দৃশ্যতঃ (prima facie) প্রমাণ

২১। ডিপজিটরির কোন হিসাব, অধঃহিসাব (Sub-account) বা রেজিস্টারভুক্ত কোন বিষয়, সংশ্লিষ্ট ডিপজিটরি কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে, আদালত কর্তৃক দৃশ্যতঃ (prima facie) প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

ব্যবস্থাপনা অধিগ্রহণ

২২। যদি কমিশনের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ডিপজিটরি-

(ক) বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হইয়াছে বা অবহেলা করিতেছে, বা

(খ) অসত্ উদ্দেশ্যে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণে লিপ্ত আছে, বা

(গ) রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থের হানিকর কাজ করিতেছে,

তাহা হইলে কমিশন, সংশ্লিষ্ট ডিপজিটরিকে যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লেখিত মেয়াদের জন্য, উক্ত ডিপজিটরি অধিগ্রহণ করিয়া উহার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করিতে পারিবে।

জটিলতা নিরসন

২৩। এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে, কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন কার্যকর হওয়ার [১][পাঁচ বৎসর] পর এই ধারার অধীনে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

২৪। এই আইন প্রবর্তনের পর কমিশন, বাংলাদেশ গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের অনুমোদিত ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন ও উক্ত ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

---

১ ‘‘পাঁচ ব□সর’’ শব্দগুলো ‘‘দুই ব□সর’’ শব্দগুলির পরিবর্তে ডিপজিটরি (সংশোধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

Copyright®2008, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs